ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 19-25
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.003

হাইডেগারের দর্শনে Dasein: একটি সমীক্ষা

আসলাম মল্লিক, ***গবেষক,*** *দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, ভারত*
E mail: aslammollick2019@gmail.com

Received: 25.08.2024; Accepted: 26.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

According to existentialist philosophers, discussion of the theory of being is necessary before a discussion of epistemology. Heidegger is an existential philosopher. He discussed the daily experience of existence of a man in his existential philosophy. He says that the human being is the only being who is aware of his own existence. Man is the only being who can ask questions about everything. He explained the existence of man in relation to the world. He said that man proceeds to fulfill all his potential by being thrown into the world. He did not see man and the world separately. He said that there is an intimate relationship between man and the world. He uses a neutral component term to describe the relationship between man and the world. This term is 'Dasein'. The main purpose of my paper is to discuss how Heidegger addresses 'the problem of being' and explains the relationship between man and the world.

Keywords*: Being, Man, World, Dasein, Existence, Thrownness.*

অস্তিবাদীদের মতে 'Ontology is prior to Epistemology' অর্থাৎ সত্তাতত্ত্ব হল জ্ঞানতত্ত্বের আগে। জ্ঞান কাকে বলে? জ্ঞানের সীমা কতদূর? ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে জ্ঞানতত্ত্ব। সত্তাতত্ত্ব হল 'Science of Being'। অর্থাৎ দর্শনের যে শাখায় সত্তা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কান্ট প্রথম জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন অধিবিদ্যার আগে আমাদের জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কারণ আমাদের জ্ঞানের সীমা কতদূর না জানতে পারলে, অধিবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান আমাদের সম্ভব কিনা তা জানতে পারি না। কান্টের পরবর্তীকালে যখন অস্তিবাদীরা এলেন, তারাও স্বীকার করেন যে অধিবিদ্যার আগে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা প্রয়োজন এবং তারা আরো বলেন যে জ্ঞানতত্ত্বের আগে সত্তাতত্ত্বের আলোচনা প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হল জ্ঞানতত্ত্বের আগে সত্তাতত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজন কেন? অস্তিবাদীদের মধ্যে হাইডেগার প্রথম বলেন 'Ontology is prior to Epistemology'। হাইডেগারের মতে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া দরকার সত্তাতত্ত্ব (Ontology)।

হাইডেগারের উল্লেখযোগ্য বই হল *Being and Time*। এই বইটিকে পরে অনুবাদ করেন Macquarrie এবং Robinson। বইটির আসল নাম *Sein and Zeit,* যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল *Being and Time*। হাইডেগারের দর্শনকে বলা হয় 'Philosophy of Existence' বা 'Ontological Phenomenology'। তিনি তাঁর দর্শনকে অস্তিত্বের দর্শনও বলেছেন। তিনি কিন্তু কখনও নিজে অস্তিবাদ (Existentialism) শব্দটি ব্যবহার করেননি। কারণ অস্তিবাদ শব্দটি যেকোনো ধরনের মতবাদকে চিহ্নিত করে। তিনি বলছেন অস্তিত্বের দর্শনে আমরা এরকম কোন মতবাদকে ব্যবহার করতে পারি না। কেউ মনে করতে পারে এখানে কোন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু হাইডেগার বলছেন আমরা এখানে কোন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছি না। তিনি বলছেন ব্যক্তির অস্তিত্বের কোন মতবাদ বা ধারণা হয় না। অস্তিত্বকে শুধুমাত্র যাপন করতে হয়। যে অস্তিত্বকে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে যাপন করে চলে। অস্তিবাদ বলতে বোঝায় অস্তিত্বের একটা কাঠামো। কিন্তু এটা কোন কাঠামো নয়, এটা যাপনের বিষয়। সুতরাং 'Existentialism' কথাটি ব্যবহার না করে তিনি 'Philosophy of Existence' কথাটি ব্যবহার করেছেন। অস্তিবাদ তাঁর আলোচ্য বিষয় নয়, অস্তিত্বের দর্শন তাঁ র আলোচনার বিষয়। প্রতিভাসতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় হল বিষয় অভিমুখীনতা। এখানে চেতনা সামনে যা কিছু পায় তাই আলোচ্য বিষয়। এই বিষয় অভিমুখীনতার তত্ত্ব কিন্তু হাইডেগারের দর্শনের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি। হাইডেগারের অস্তিত্বের দর্শনের একটি আলোচ্য বিষয় হল 'সত্তা সম্পর্কিত সমস্যা' (problem of being)। হাইডেগার তাঁর *Being and Time* বইটি শুরু করছেন এই সত্তা সম্পর্কিত সমস্যার মধ্যে দিয়ে।

হাইডেগারের মতে 'অস্তিত্ব' এমন একটি শব্দ যার শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। খুব সংকীর্ণ অর্থে এই অস্তিত্ব শব্দটিকে ব্যবহার করা যায়। *Being and Time* বইতে তিনি বলছেন একটি গাছ কেবলমাত্র আছে, একটি টেবিল কেবলমাত্র আছে, একটি পাথরখণ্ড কেবলমাত্র আছে। কিন্তু একমাত্র মানুষই অস্তিত্বশীল হয়। গাছ, টেবিল এরা তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা এখানে ওখানে পড়ে থাকে মাত্র। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আমরা এমনটা বলতে পারি না। মানুষ এখানে ওখানে পড়ে আছে আমরা কেবলমাত্র এটুকু বলতে পারি না। মানুষই হল একমাত্র সত্তা যে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন। এই সচেতনতা গাছ, টেবিল, পাথর এগুলোর থাকে না। মানুষের মধ্যেই কেবল সচেতন হবার যোগ্যতা রয়েছে।

হাইডেগার যখন 'সত্তা' (Being) শব্দটি ব্যবহার করছেন তখন তিনি সেটাকে পরমসত্তা বলছেন না, আবার মানবসত্তাও বলছেন না। তাঁর অস্তিত্বের দর্শন শুরু করছেন এই সত্তা সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে। তিনি স্পষ্ট করে বলছেন অস্তিত্বের কোন তত্ত্ব বা ধারণা হয় না। অস্তিত্ব হল ব্যক্তির অস্তিত্ব এবং তা মূর্ত,

আপতিক এবং প্রাত্যহিক। প্রত্যেকের অস্তিত্ব তার নিজের কাছে অনন্য। কেননা প্রত্যেকের যাপন আলাদা। অস্তিবাদীরা বলেন যাপনের অভিজ্ঞতা প্রত্যেকটা ব্যক্তির আলাদা আলাদা। সে পুরুষ কিংবা নারী বা তৃতীয় লিঙ্গের যে কেউ হতে পারে। হাইডেগার ব্যক্তির এই প্রাত্যহিক অস্তিত্বের কথা বলেছেন। ব্যক্তির এই অনন্য অস্তিত্ব কিন্তু ব্যক্তির জীবনে প্রথম থেকেই থাকে না। এই অনন্য অস্তিত্ব ব্যক্তিকে অর্জন করতে হয়। তার যাপনের অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির মাধ্যমে এটাকে অর্জন করে। ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা থাকে। ব্যক্তির এই অনন্য অস্তিত্ব, তার যে নিজস্ব সম্ভাবনার স্বীকৃতি তাকে হাইডেগার বলছেন যথার্থ অস্তিত্ব (Authentic Existence)। আর ব্যক্তি যখন তার অনন্য অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, নিজের সম্ভাবনাগুলিকে স্বীকার করে না, নিজস্ব স্বাধীনতা থাকে না, তখন তার অস্তিত্বকে হাইডেগার অযথার্থ অস্তিত্ব (lnauthentic Existence)। ব্যক্তির এই অনন্য অস্তিত্বকে স্বীকার করার জন্য ব্যক্তিকে এগুলি চর্চা করতে হয়। হাইডেগার বলছেন একমাত্র ব্যক্তি মানুষই এই অস্তিত্ব অর্জন করতে পারে।

হাইডেগার তাঁর *Being and Time* বইতে বলছেন যদিও তিনি মানব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চান, তিনি একজন অস্তিবাদী দার্শনিক, তথাপি তার দর্শনের শুরুতেই তিনি এই সত্তা বিষয়ে প্রশ্ন তুলছেন। হাইডেগার বলছেন তাঁর পূর্বের দার্শনিকেরা ব্যক্তির প্রাত্যহিক অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেননি। কারণ তারা কেউ দর্শনের মূল সমস্যাটিকে উদ্ভাবন করতে পারেননি। যে সমস্যা নিয়ে দর্শনের আলোচনা শুরু হওয়া উচিত সেটি হল 'সত্তা সম্পর্কিত সমস্যা' (problem of being)।

হাইডেগার *Being and Time* বইয়ের প্রারম্ভে প্রশ্ন তুলছেন - মানুষ কেন প্রশ্ন তোলে? মানুষ কেন অনুসন্ধান করে? মানুষ কেন জানতে চায়? এবং মানুষ কেন অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন তোলে, অনস্তিত্ব বিষয় নয়। মানুষ কেন কোন কিছু করা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, না করা নিয়ে নয়? পৃথিবীর আর কোন সত্তা এগুলি নিয়ে প্রশ্ন তোলে না; একমাত্র মানুষই তোলে। হাইডেগার বলছেন প্রশ্ন তোলা হল মানুষের একটি মানবিক গুণ। এটা ঈশ্বরের মধ্যেও নেই এবং কোন পশুর মধ্যেও নেই। এই প্রশ্ন তোলাটাই মানুষকে অন্যান্য সত্তা থেকে পৃথক করে।

হাইডেগারের আগে কান্ট বলছেন দর্শনের আলোচনা জ্ঞানতত্ত্ব দিয়ে শুরু হওয়া উচিত। মানুষ কতদূর জানতে পারে - এই প্রশ্নটা হওয়া উচিত। কান্ট বলছেন 'Epistemology is logically prior to Metaphysics'। অর্থাৎ অধিবিদ্যার আগে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু হেগেল বলছেন জ্ঞানতত্ত্বের আগে অধিবিদ্যার আলোচনা প্রয়োজন।

হাইডেগার বলছেন মানুষ আদেও কেন জানতে চায় - সেই প্রশ্নটা আগে তোলা উচিত। এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে মানুষের গঠনের মধ্যে। মানুষের অস্তিত্ব বা গঠনটা এর জন্য দায়ী। মানুষের প্রাত্যহিক অস্তিত্বের মধ্যে এই প্রশ্নটা লুকিয়ে রয়েছে। তবে এখানে তিনি মানুষ বলতে কোন জগত নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সত্তাকে বলছেন না। দেকার্ত যখন বলছেন 'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি' তখন তিনি বিশুদ্ধ সত্তাকে স্বীকার করছেন। কিন্তু হাইডেগার জাগতিক অস্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের গঠন বা অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সত্তার আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন এই সত্তা কোন ঈশ্বর নয়। সত্তাকে তিনি 'underlying reality' বলছেন। এই সত্তা কোন বিশুদ্ধ চৈতন্য নয়, বিশুদ্ধ বিষয়ী নয়, দ্রব্য নয়, গুণ নয়, ধারণা বা শ্রেণী প্রত্যয় নয়, মানব সত্তাও নয়। তিনি বলছেন 'সত্তা' এমন একটা সত্য যেটাকে স্বীকার করতেই হয়। মানুষের জাগতিক অস্তিত্বকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো না, যদি না আমরা সত্তাকে বুঝি। তিনি বলছেন তাঁর পূর্বসূরীরা কেউই এই 'সত্তা' (Being)কে যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। তিনি বলছেন এই সত্তা হল সত্তাতত্ত্বের (ontology) বিষয়, আর মানুষের অস্তিত্ব এবং মানবসত্তা বিষয়ক প্রশ্ন হল সত্তাতাত্ত্বিক (ontological)।

হাইডেগার বলছেন দর্শনের মূল প্রাথমিক বিষয় হল সত্তা বিষয়ক প্রশ্ন। তিনি বলছেন 'মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি প্রাণী' এটা মানুষের পরিচয় নয়। মানুষ প্রশ্ন উত্থাপন করে; প্রশ্ন উত্থাপনকারী মানুষই হল মানুষের প্রাথমিক পরিচয়। এই প্রশ্ন তোলার বোধ কিন্তু অন্য কোন সত্তার মধ্যে নেই। এই প্রশ্ন তোলাটা মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয়। এই প্রশ্নগুলি মানুষকে মানুষের থেকে আলাদা করে। এখানে একটা মানুষ মানে একটা শ্রেণি। একজন মানুষের বোধ, প্রশ্ন তোলা এগুলি অন্য মানুষের থেকে আলাদা। হাইডেগার বলছেন মানুষ কেন প্রশ্ন তোলে? তিনি বলছেন এটা একটা প্রাথমিক জায়গা যেটা দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয়। হাইডেগার কান্টকে অস্বীকার করছেন না, কিন্তু তিনি বলছেন জ্ঞানতত্ত্বের আগে আমাদের সত্তাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

হাইডেগার বলছেন এই 'সত্তা' হল এক ধরনের প্রবণতা, যেটা সবার মধ্যে রয়েছে। মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তোলার প্রবণতা থাকে, কারণ মানুষের জন্ম থেকে এক ধরনের হতে চাওয়ার প্রবণতা থাকে। এই 'সত্তা' মানে কিন্তু কোন বিশেষ্যপদ নয়, এটা হল ক্রিয়াপদ। কিছু হতে চাওয়ার প্রবণতা মানুষের মধ্যে রয়েছে। তাই সে ক্রমাগত প্রশ্ন তুলে যায়। সে নিজেকে নিয়ে, জগতকে নিয়ে, নিজের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলে। এই প্রশ্ন তোলার উৎস টা হল 'সত্তা'। সেই জন্য তিনি সত্তাকে বলছেন আলোকরশ্মি (Ray of light)। যে আলোয় আলোকিত হয়ে আমরা কিছু হতে চায়। এই সত্তা এমন একটা প্রবণতা যেটা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হাইডেগারের অস্তিত্বের দর্শনে এই মূর্ত জগতকে কখনই কোন বিমূর্ত সত্তার অংশ বা প্রকাশ হিসাবে দেখা হয়নি। তিনি বলছেন জগৎ বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ। মূর্ত জগত কোন বিমূর্ত জগতের প্রকাশ হতে পারে না। তিনি আরো বলছেন মানব সত্তা যদি কোন বিমূর্ত সত্তার প্রকাশমাত্র হয়; তাহলে মানুষের প্রচেষ্টা, উদ্দেশ্য, তার স্বাধীনতা, নির্বাচন ইত্যাদিকে কোন ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এছাড়া কোন ন্যায়েরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং এই সমস্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে হাইডেগার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন - সত্তাকে আমরা কোন আধিবিদ্যক সত্তা বলতে পারব না। হাইডেগার যাকে সত্তা বলছেন তার সঙ্গে মানুষের প্রাত্যহিক যাপনের বা অস্তিত্বের এক আবশ্যিক সম্পর্কের কথা তিনি বলেছেন। প্রাত্যহিক যাপন মানে ব্যক্তির নির্বাচন, তার প্রাত্যহিক যাপনের উদ্বেগ, বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনা, তার অন্যনতা, তার নিজের সম্পর্কে ভাবনা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলিকে কোন অমূর্ত সামান্য সারসত্তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেজন্য হাইডেগারের মত হল ব্যক্তিকে সত্তা হয়ে উঠতে হয়, সে প্রথম থেকেই সত্তা থাকে না। ব্যক্তি সত্তা হয়ে উঠতে পারে কারণ তার মধ্যে জীবন, জগত নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সে নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন কর্তা হিসেবে মানুষ কাল সাপেক্ষ এবং জগৎস্থিত। জগতকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষকে নিজেকে অতিক্রম করার মধ্যে জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক আবশ্যিক অন্তর্জাত সম্বন্ধকে অনুধাবন করতে হয়। এই সচেতনতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি মানুষ প্রাথমিকভাবে তার সত্তা সম্পর্কে অবহিত হয়। অতএব হাইডেগার সত্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মানুষের এই জাগতিক কালসাপেক্ষ অস্তিত্বের নিরিখে সেই আলোচনা তিনি করেছেন। কারণ মানুষের জাগতিক অস্তিত্ব যদি না থাকত, তাহলে সে কোনদিন সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতো না। সুতরাং সত্তার আলোচনা তখনই অর্থবহ হবে যখন মানুষের ওই জাগতিক অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। আবার সত্তা বা ঐরকম মৌলিক প্রবণতা স্বীকার না করলে মানুষের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না। হাইডেগার বলছেন মানুষের এই অপূর্ণতার জন্যই মানুষ প্রশ্ন তোলে, পূর্ণতা পাবার চেষ্টা করে। হাইডেগার তাঁর *Being and Time* বইয়ের সমগ্র অংশ জুড়ে মানব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই মানব অস্তিত্বকে বোঝাতে তিনি একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেটা হল 'Dasein'। এটা দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত 'Da' + 'Sein'। 'Da' শব্দের অর্থ হল 'There' এবং 'Sein' শব্দের অর্থ হল 'Being'। অর্থাৎ 'Dasein'

শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'Being There'। সুতরাং হাইডেগারের দর্শনে মানব অস্তিত্বের অর্থ হল 'সত্তা সেখানে' (Being There)। 'সেখানে' বলতে জগতে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'Being' শব্দটির অর্থ হল 'Being-in-the-World'। আবার 'Being' শব্দের অর্থ হল 'To-Be'। সুতরাং 'Being-in-the-World' মানে হল 'To be in the world' (জগতে এক বিশেষভাবে হওয়া)। এই 'To-be' হল মানুষ। হাইডেগারের মতে এই 'হওয়া' (To be) হল ক্রিয়া। আর ক্রিয়া মানেই কালকে বোঝায়। আসলে তিনি মানুষকে কাল প্রবাহে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন মানুষের একদিকে যেমন ইতিহাস আছে বা অতীত আছে এবং একইসঙ্গে মানুষের একটা ভবিষ্যৎ আছে বা সম্ভাবনা আছে। মানুষের যাপনের যে ইতিহাস সেটা হয়ে ওঠার ইতিহাস এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার এই যাপন কিন্তু অসম্পূর্ণ। মৃত্যুতেই এই যাপন শেষ হয়ে যায়। তার সমস্ত সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। মানুষের যাপনের এই যাত্রা শুরু হচ্ছে জগতে তার নিক্ষিপ্ত (Thrownness) হওয়ার মাধ্যমে। হাইডেগার 'জন্ম' শব্দ ব্যবহার না করে 'নিক্ষিপ্ত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কারণ এই 'নিক্ষিপ্ত' শব্দটার মধ্যে একটা নিরাপত্তার অভাব আছে, অসহায়তা আছে। একটা অচেনা জগতে ব্যক্তি 'নিক্ষিপ্ত' হয়। কর্মফল, জন্মান্তরবাদ হাইডেগার স্বীকার করেননি। মানুষ কেবলমাত্র এই নিক্ষিপ্ততাকে জানে। তার আগে কি ছিল সে জানে না, সেটা অভিজ্ঞতার মধ্যে নেই। মানুষ কিন্তু জানে না সে কোথায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। হাইডেগার বলছেন ঈশ্বরহীন একটা জগতে মানুষ নিক্ষিপ্ত হয়। এখান থেকে মানুষের জীবন শুরু হয়। যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তার কিন্তু ঐ নিক্ষিপ্ত হওয়ার মধ্যে কোন স্বাধীন নির্বাচন নেই। এইভাবে মানুষের জীবন শুরু হচ্ছে অসহায়তার মধ্য দিয়ে। আজীবন মানুষের মধ্যে এই অসহায়তা, নিরাপত্তাহীনতা, উদ্বেগ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সুতরাং হাইডেগার বলছেন দর্শনের মধ্যে মানুষের এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। এটা হল মানুষের সত্তাতাত্ত্বিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। হাইডেগার তার মানব অস্তিত্বের আলোচনায় খুব সচেতনভাবে 'মানুষ,' 'চেতনা', 'মন' এই শব্দগুলি ব্যবহার করেননি। কারণ যদি তিনি এই ধরনের শব্দগুলি ব্যবহার করেন, তাহলে কার্তেজিয়ান দ্বৈতবাদের মত তিনি সমস্যাই পড়ে যাবেন। কারণ মানুষ বললে আলাদাভাবে প্রকৃতিকে বোঝাতে হবে, মন বললে দেহকে বোঝাতে হবে। ফলে মানুষ হয়ে যাবে বিষয়ী এবং প্রকৃতি হয়ে যাবে বিষয়। একইভাবে মন বিষয়ী হলে শরীর বিষয় হয়ে যাবে। এগুলি হল বিভিন্ন ধরনের দ্বৈতবাদ। হাইডেগার বলছেন এই দ্বৈতবাদ দিয়ে জগৎকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা তার আগের দার্শনিকদের মধ্যে ছিল। তিনি সেই জন্য মানুষ, মন, চেতনা এই শব্দগুলি ব্যবহার করছেন না। একটা নিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহার করতে চান, যে শব্দটা দিয়ে আলাদা করে কোন বিষয়ীকে বোঝায় না। মানব অস্তিত্বকে বোঝাতে গিয়ে তিনি যখন একটি নিরপেক্ষ শব্দ দিচ্ছেন এবং যে শব্দটা শুধুমাত্র একটা নিরপেক্ষ শব্দ নয়, সেজন্য তাকে একটা যৌগিক শব্দের সাহায্য নিতে হয়। এই নিরপেক্ষ যৌগিক শব্দটা হল 'Dasein'। যার অর্থ হল জগতে এক বিশেষভাবে হওয়া। মানুষ হল জগত সম্পৃক্ত সত্তা। মানুষ মানেই তা জাগতিক সত্তা। মানব অস্তিত্ব কখনোই পূর্ণ নয়। মানুষ সর্বদায় প্রকৃত সত্তার প্রতি উন্মুক্ত। মানুষ সবসময় 'হওয়া'র মধ্যে অবস্থান করে। তাই মানুষ কোন মুহূর্তেই সম্পূর্ণ নয়। মানুষ এটা উপলব্ধি করতে পারে জাগতিক সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি নিয়েই সেই একটা সত্তা। তার সত্তাটা আগে থেকে নির্ধারিত নয়। মানুষকে সবসময়ই হয়ে উঠতে হয়। এই সম্ভাবনাগুলির একমাত্র ক্ষেত্র হল জগত। সে জগতের মধ্যেই সেই সম্ভাবনা গুলিকে পূরণ করতে পারে, জগতের বাইরে গিয়ে নয়। Dasein মানে হল হাইডেগারের দর্শনে যা তার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি নিয়ে প্রকৃত সত্তার প্রতি উন্মুক্ত। মানুষ চালিত হচ্ছে ওই সম্ভাবনা (Being)র মাধ্যমে। তাই Dasein হল একটা ব্যবহারিক সম্পর্কে (practical relation) আবদ্ধ, কোন তত্ত্বগত সম্বন্ধে (theoretical relation) নয়। এই ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক সম্পর্ককে তিনি সত্তাতাত্ত্বিক সম্পর্কও বলেছেন। হাইডেগার জগতের কোন অধিবিদ্যক ধারণা নিয়ে আলোচনা করছেন না। জগৎকে তিনি বিষয়বস্তুর সমষ্টি রূপেও দেখছেন না। জগত বিষয়ে হাইডেগারের ধারণা স্পষ্ট করতে গেলে আমাদের Macquarrie কথা বলতে হয়। Macquarrie তাঁর *Existentialism* বইতে

হাইডেগারের এই জগত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে Macquarrie বলছেন এই 'World' শব্দটা দুটি প্রাচীন ইংরেজি শব্দ থেকে এসেছে। সেগুলি হল 'wear'+ 'old' থেকে। 'Wear' শব্দের অর্থ হল 'Man' এবং 'Old' শব্দের অর্থ হল 'Era' বা 'Ege'। সুতরাং 'World' শব্দের অর্থ হল 'Era of Man' বা মানুষের যুগ। Macquarrie এই ব্যাখ্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কারণ জগতের যে ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে সেটা মানুষকে দিয়ে। ঠিক যেমন হাইডেগার জগতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন জগৎ বলতে তিনি মানুষের জগতের কথা বলেছেন। তিনি জগৎকে জ্ঞানের বিষয় রূপে বলছেন না। তাই হাইডেগারের ব্যাখ্যা 'World' শব্দের যে অর্থ, তার কাছাকাছি। কারণ তিনি মানুষের জগতের কথা বলছেন। হাইডেগারের কাছে জগৎ হল মানুষের সমস্ত রকমের কর্মের ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি, মানুষের যাবতীয় সম্ভাবনা রূপায়ণের একমাত্র ক্ষেত্র। সেইজন্য Macquarrie বলছেন হাইডেগার যে জগতের কথা বলেছেন *Being and Time* বইতে সেই জগত হচ্ছে মানুষের প্রাত্যহিক। এই প্রাত্যহিক জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হয় যখন সে জগতে নিক্ষিপ্ত হয়। এই নিক্ষিপ্ততা মানুষের জীবনের অসহায়তাকে নির্দেশ করে। মানুষ নিক্ষিপ্ত হবার পরে তার কর্মের মাধ্যমে প্রাত্যহিক জগতের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। যখন পরিবেশ পরিস্থিতি তার যাপনের অনুকূল হয় তখন প্রাত্যহিক জগতের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক হয়, আর প্রতিকূল হলে নেতিবাচক সম্পর্ক হয়। হাইডেগার বলছেন যে সম্পর্কই হোক না কেন জগৎ সম্পর্কে মানুষ উদাসীন থাকতে পারে না। তাকে জগত সম্পর্কে সচেতন হতেই হয়। জগৎ সম্পর্কে কোন ধারণা দেওয়ার আগেই মানুষকে জগতের সম্মুখীন হতে হয়। এই সম্মুখীন হওয়াটা তার প্রাথমিক মুখ্য সম্পর্ক। হাইডেগারের মতে ব্যক্তি প্রথম জগতকে দেখে, বোঝে, জগৎ সম্পর্কে তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা হয়। এর অর্থ হল ব্যক্তি জগতকে প্রাথমিকভাবে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সম্ভাবনা পূরণের জন্য ব্যবহার করে। কারণ যেকোনো ব্যক্তির প্রাথমিক চাহিদা হল বেঁচে থাকার জন্য তার উদ্দেশ্য পূরণ করা। জগতের সম্মুখীন না হয়ে ব্যক্তির সম্ভাবনাগুলির অভিক্ষেপণ ঘটানো অসম্ভব বলে হাইডেগার মনে করেন। জগত সম্পর্কে সচেতন না হয়ে ব্যক্তির উপায় নেই। আর জগৎ সম্বন্ধে সচেতন থাকার অর্থই হল জগতকে প্রতিমুহূর্তে ব্যবহার করা কোন না কোন সম্ভাবনা পূরণের জন্য। যেটা ব্যক্তির সঙ্গে জগতের প্রাথমিক সম্পর্ক। হাইডেগার বলছেন জগৎটা হল ব্যবহার্য যন্ত্র (tool)। এটা জগতের প্রাথমিক পরিচয়। প্রাথমিকভাবে যেমন আমরা যন্ত্র ব্যবহার করি আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। হাইডেগার উদাহরণে বলছেন - যখন আমি কলম দিয়ে লিখছি, তখন আমি কলমটিকে যন্ত্র রূপেই ব্যবহার করি। এখানে কিছু লিখে মনের ভাব প্রকাশ করাই হল আমার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমি কলমটিকে ব্যবহার করছি। হাইডেগার বলছেন 'I write with the pen' মানে হল 'I use the pen'। আরও স্পষ্ট করে তিনি বলছেন 'I deal with the pen'। অর্থাৎ কলমটির সঙ্গে আমাকে প্রতি মুহূর্তে সম্পর্কিত থাকতে হয়। সুতরাং কলমটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক হল ব্যবহারিক সম্পর্ক, নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে ততক্ষণ আমাকে কলমটির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকতে হবে। যখন আমি কলমটি দিয়ে লিখছি তখন আমি কলমটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন থাকি না। হাইডেগার বলছেন আমরা যত বিশেষণ প্রয়োগ করি তা বস্তু কলম সম্পর্কে, ব্যবহারিক কলম সম্পর্কে নয়। তিনি বলছেন বস্তু কলমের সাথে আমার সম্পর্ককে আলাদা করা যায়, কিন্তু যন্ত্র কলমের সাথে আমার সম্পর্ককে আলাদা করা যায় না। যন্ত্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যবহারিক সম্পর্ক এবং সেখানে এই নিরন্তন সম্মুখীনতা থাকে। এখানে কোন নির্বাচন থাকে না। হাইডেগার বলছেন জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রাথমিকভাবে ব্যবহারিক সম্পর্ক। কলমকে যেমন আমরা ব্যবহার করি, একই রকমভাবে জগতকেও ব্যবহার করি। জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্মুখীনতার সম্পর্ক। সুতরাং জগৎটা হল ব্যবহার্য যন্ত্র। জগতকে এবং জাগতিক বস্তু সমূহকে জগত সম্পৃক্ত সত্তা হিসেবে আমি নিরন্তন ব্যবহার করে চলি। হাইডেগার বলছেন জগৎটা হল তার কাছে যন্ত্রের জাল। এখানে কোন আধার-আধেয়, দ্রব্য-গুণের সম্পর্ক নেই। এই যন্ত্রজাল থেকে ব্যক্তিকে বাদ দিলে ব্যক্তি তার

উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে না। ব্যক্তিকে জগত থেকে সরিয়ে নিলে ব্যক্তি বিশুদ্ধ চেতন এবং জগৎ বস্তুতে পরিণত হবে। এই যন্ত্রজালের সঙ্গে ব্যক্তির যে সম্পর্ক সেটা ব্যবহারিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কই আগে আসে, তারপর আমরা জগৎকে জ্ঞানের বিষয় রুপে জানতে পারি।

সবশেষে আমরা এ কথা বলতে পারি হাইডেগার যে জগত সম্পৃক্ত সত্তা রূপে মানুষের অস্তিত্বের কথা বলেছেন তা দর্শনের ইতিহাসে অনন্য। তিনি মানুষকে একেবারে তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা যদি লক্ষ্য করি দেখব বাস্তবেও আমরা জগৎ থেকে আলাদাভাবে মানুষের অস্তিত্বকে ভাবতে পারি না। প্রতিমুহূর্তে আমরা জাগতিক বস্তুকে ব্যবহার করে চলেছি। জগত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আমরা থাকতে পারি না। তিনি অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব ইত্যাদির আলোচনা বাদ দিয়ে প্রাত্যহিক বাস্তবিক মূর্ত মানুষের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন, যা বর্তমান যুগে যুক্তিযুক্ত এবং অতুলনীয়।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. Martin Heidegger, Being and Time, translated by John Macquarrie & Edward Robinson, New York, Harper & Row, 1962.
২. H.J. Blackam, Six Existentialist Thinkers, Routedge & Kegan Paul Ltd, Broadway House, carter Lane, London, 1965.
৩. John Macquarrie, Existentialist, Penguin book publishers, USA, 1973.
৪. মিনালকান্তি ভদ্র, অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৯৫।
৫. স্বপ্ন সরকার, অস্তিবাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬।